13726 - শাবান মাসরে দ্বতিীয় অর্ধাংশে রোযা রাখার উপর নষিধোজ্ঞা

প্রশ্ন

শাবান মাসরে অর্ধকেরে পর রোযা রাখা কি জায়যে? কারণ আমি শুনছেি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসরে অর্ধরে পর রোযা রাখতে বারণ করছেনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: "যখন শাবান মাসরে অর্ধকে গত হবে তখন তোমরা আর রোযা রাখবে না।"[সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তরিমযিি (৭৩৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী 'সহহিুত তরিমযিি' গ্রন্থে (৫৯০) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

এ হাদসিটি প্রমাণ করছে যে, শাবান মাসরে অর্ধকে গত হওয়ার পর রোযা রাখা নষিদ্ধি। অর্থাৎ ১৬ তারখি থকেে।

কন্িতু অন্য কছিু হাদসিে এ দনিগুলোতেও রোযা রাখা জায়যে হওয়ার কথা এসছে। যমেন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমেরা রমযানরে একদনি বা দুইদনি আগে রোযা রাখবে না। তবে কারো যদি রোযা থাকার অভ্যাস থকেে থাকে সে ব্যক্তি রোযা রাখতে পার।ে"।[সহহি বুখারী (১৯১৪) ও সহহি মুসলমি (১০৮২)]

এ হাদসি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তরি রোযা থাকার অভ্যাস রয়ছেে সে ব্যক্তরি জন্য অর্ধকে শাবানরে পরওে রোযা রাখা জায়যে। যমেন যে ব্যক্তি প্রতি সোমবার ও বৃহষ্পতবিার রোযা থাকে। কংিবা যে ব্যক্তি নয়িমতি একদনি রোযা রাখে, একদনি রাখে না ... এ ধরণরে।

আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতনে। গোটা শাবান মাসরে কয়িদংশ ছাড়া গোটা মাস রোযা রাখতনে।[সহহি বুখারী (১৯৭০) ও সহহি মুসলমি (১১৫৬), ভাষ্য মুসলমিরে]

ইমাম নববী বলনে: আয়শো (রাঃ) এর উক্তি "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা শাবান মাস রোযা রাখতনে।

গোটা শাবান মাসরে কয়িদংশ ছাড়া গোটা মাস রোযা রাখতনে”-র দ্বতিীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যরে ব্যাখ্যা। গোটা মাসরে ব্যাখ্যা হচ্ছে- মাসরে অধকিাংশ সময়। [সমাপ্ত]

এ হাদসি প্রমাণ করে যে, শাবান মাসরে অর্ধকে গত হওয়ার পর রোযা রাখা বধৈ। কন্িতু যে ব্যক্তি আগরে অর্ধকেরে সাথে পররে অর্ধকে মলিয়িে রোযা রাখবে তার জন্য।

শাফয়েি মাযহাবরে আলমেগণ এ সবগুলো হাদসিরে উপর আমল করছেনে। তারা বলনে:

শাবান মাসরে দ্বতিীয় অর্ধকেে রোযা রাখা শুধু তাদরে জন্য বধৈ হবে যাদরে রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস আছে কংিবা তারা প্রথম অর্ধকে থকেে রোযা রখেে আসছে।

তাদরে অধকিাংশ আলমেরে মত, বশিুদ্ধ মত হচ্ছে- হাদসিে নষিধোজ্ঞাটি হারাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ছে।ে

তাদরে কোন কোন আলমেরে মত, -যমেন রুয়ানি- এখানে নষিধোজ্ঞাটি মাকরুহ অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে;ে হারাম অর্থে নয়।

[দখেুন: আল-মাজমু (৬/৩৯৯-৪০০), ফাতহুল বারী (৪/১২৯)]

ইমাম নববী ‘রয়িাদুস সালহেীন’ (পৃষ্ঠা-৪১২) গ্রন্থে বলনে:

“পরচ্ছিদে: অর্ধ শাবানরে পর রমযানরে একদনি আগে রোযা পালন করার উপর নষিধোজ্ঞা; তবে যে ব্যক্তি এর আগে থকেে লাগাতার রোযা রখেে আসছে কংিবা যে ব্যক্তরি অভ্যাসগত রোযা এতে পড়ে যায়, যমেন যার অভ্যাস হচ্ছে- সোমবার ও বৃহস্পতবিার রোযা পালন করা তারা ঐ দনিসমূহে রোযা পালন করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

সংখ্যা গরষিষ্ঠ আলমেরে মত, অর্ধ শাবানরে পর রোযা রাখা নষিদ্ধি হওয়া সংক্রান্ত হাদসি দুর্বল। এর ভত্তিতিে তারা বলছেনে: অর্ধ শাবানরে পর রোযা রাখা মাকরুহ নয়।

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

সংখ্যা গরষিষ্ঠ আলমেরে মত, অর্ধ শাবানরে পর নফল রোযা রাখা জায়যে। তারা এ ব্যাপারে বর্ণতি হাদসিকে দুর্বল বলনে। ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাঈন বলছেনে: হাদসিটি মুনকার।[ফাতহুল বারী থকেে সমাপ্ত] আরও যারা হাদসিটকিে দুর্বল বলছেনে: বাইহাকী ও তাহাবী।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলনে: ইমাম আহমাদ এই হাদসি সম্পর্কে বলছেনে: হাদসিটি সংরক্ষতি নয়; আমরা এ হাদসি সম্পর্কে আব্দুর রহমান বনি মাহদকিে জজ্ঞিসে করছে:ি তনিি হাদসিটকিে সহহি বলনেনি এবং আমাদরে নকিট হাদসিটি

রওেয়ায়তে করনেনি। তনিি এ হাদসিটি এড়য়িে যতেনে। আহমাদ বলনে: আলা একজন নর্িভরযোগ্য রাবী (বর্ণনাকারী); এ হাদসিটি ছাড়া তার অন্য কোন হাদসি মুনকার নয়।"[সমাপ্ত]

আলা হচ্ছনে- আলা বনি আব্দুর রহমান। তনিি এ হাদসিটি তার পতিা থকেে তনিি আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করছেনে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) তাহযবিুস্ সুনান গ্রন্থে এ হাদসিকে যারা দুর্বল বলছেনে তাদরে প্রত্যুত্তর দয়িছেনে। তার বক্তব্যরে সারাংশ হল: এ হাদসিটি ইমাম মুসলমিরে শর্তে উত্তীর্ণ সহহি হাদসি। এ হাদসিটি আলা এককভাবে বর্ণনা করলওে তাতে দোষরে কছিু নইে। যহেতেু আলা একজন ছকিাহ (নর্িভরযোগ্য) রাবী। ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি গ্রন্থে আলা-র সূত্রে তার পতিা থকেে তনিি আবু হুরায়রা (রাঃ) কয়কেটি হাদসি সংকলন করছেনে। এমন অনকে হাদসি রয়ছেে যগেুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে নর্িভরযোগ্য রাবীগণ এককভাবে বর্ণনা করছেনে এবং মুসলমি উম্মাহ সে হাদসিগুলো গ্রহণ করছেে ও সগেুলোর উপর আমল করছে...। এরপর তনিি বলনে:

আর এ হাদসিটি শাবান মাসে রোযা রাখার প্রমাণবহনকারী হাদসিগুলোর সাথে সাংঘর্ষকি হওয়ার প্রসঙ্গে কথা হল: এ হাদসিদ্বয়রে মাঝে কোন সংঘর্ষ নইে। কারণ ঐ হাদসিগুলো শাবানরে প্রথম অর্ধরে সাথে মলিয়িে দ্বতিীয় অর্ধরে রোযা রাখার প্রমাণ বহন করে এবং ব্যক্তরি অভ্যাসগত রোযা দ্বতিীয় অর্ধে রাখার প্রমাণ বহন করে। আর আলা-র হাদসি কোন অভ্যাস ব্যতরিকেে কংিবা প্রথম অর্ধরে সাথে না মলিয়িে স্বপ্রণোদতি হয়ে দ্বতিীয় অর্ধে রোযা রাখা নষিদ্ধি হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) শাবান মাসরে অর্ধাংশ গত হওয়ার পর রোযা রাখা সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে: এটি সহহি হাদসি; যমেনটি প্রয়ি ভাই আল্লামা নাসরিুদ্দীন আলাবানী বলছেনে। আর হাদসিরে উদ্দশ্যে হচ্ছ- মাসরে অর্ধকে শষে হওয়ার পর নতুন করে রোযা রাখা শুরু করা। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অধকিাংশ মাস রোযা রখেছেে কংিবা গোটা মাস রোযা রখেছেে সে ব্যক্তি সুন্নতরেই অনুসরণ করছে।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ (১৫/৩৮৫) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) রয়িাদুস সালহেীন এর ব্যাখ্যায় (৩/৩৯৪) বলনে:

এমনকি হাদসিটি যদি সহহি সাব্যস্ত হয় তবুও হাদসিরে নষিধোজ্ঞা হারাম অর্থে নয়। বরং শুধু মাকরুহ অর্থে। কোন কোন আলমে হাদসিটরি এই অর্থই গ্রহণ করছেনে। তবে, কারো যদি রোযা রাখার বশিষে অভ্যাস থাকে তাহলে সে ব্যক্তি অর্থ শাবানরে পরে হলওে রোযা রাখতে পারনে।[সমাপ্ত]

উত্তররে সারাংশ:

অর্ধ শাবানরে পর রোযা রাখা হারাম হসিবেে কংিবা মাকরুহ হসিবেে নষিদ্ধি। তবে যে ব্যক্তরি রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস আছে কংিবা যে ব্যক্তি অর্ধ শাবানরে আগে থকেে রোযা রখেে আসছে তার ক্ষত্রেে নষিদ্ধি হবে না। আল্লাহ্ই

সর্বজ্ঞ।

এই নষিধোজ্ঞার গূঢ় রহস্য হচ্ছে:

লাগাতার রোযা রাখার মাধ্যমে রমযানের রোযা পালনে দুর্বল হয়ে পড়বে।

যদি কেউ বলে যে, কেউ যদি মাসের শুরু থেকে রোযা রেখে আসে তাহলে তো সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে?

জবাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি শাবান মাসের শুরু থেকেই রোযা রেখে আসছে তার কাছে রোযা রাখাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এতে করে রোযা রাখার কষ্ট তার কাছে কম হয়।

আল-ক্বারী বলেন: নষিধোজ্ঞাটি উম্মতের প্রতি দয়াস্বরূপ তানযহিমূলক; যাতে করে তারা উদ্যমতার সাথে রমযানের রোযা পালন করা থেকে দুর্বল হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শাবান মাস রোযা পালন করবে সে তো রোযা পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে বিধায় তার কষ্ট দূর হয়ে যাবে।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।